আলটপকা আলাস্কা

ফারুক হোসেন

আলটপকা আলাস্কা

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

আলটপকা আলাস্কা
ফারুক হোসেন

Altapka Alaska
by Faruque Hossain

ভ্রমণসাহিত্য
Travel Literature

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
জসিম উদ্দিন

Email : info@kathaprokash.com
Facebook : facebook.com/kathaprokash
Youtube : youtube/kathaprokash
Web : kathaprokash.com

করপোরেট অফিস
কথাপ্রকাশ, সুইট ৮০২, লেভেল ৮, এসইএল রোজ-এন-ডেল
১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০
+৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩০, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬০০

সেলস সেন্টার, শাহবাগ
৭৩-৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
+৮৮০২৪৪৬১২২১৬, +৮৮০১৭০০৫৮০৯২৯

সেলস সেন্টার, বাংলাবাজার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
+৮৮০২২২৩৩৫২০৭৩, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-৯/১০ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭৩
০৩৩২২৪১০৪০০, +৯১৬২৯১৮৮৯০৫৩

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

ISBN 978-984-3906-09-0

মূল্য ৳ ২০০ ₹ ২০০ $ ১০ € ১০ | Price ৳ 200 ₹ 200 $ 10 € 10

Altapka Alaska
by Faruque Hossain

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, Suite-802, Level-8
SEL ROSE-N-DALE, 116 Kazi Nazrul
Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000
Phone : +8801324254630, +8801324254600

Cover Design : Mostafiz Karigar

Published February 2025

Printed by
Suborno Printers, 3/ka-kha, Patuatuli Lane
Dhaka 1100
+880247391925, +8801324254635

Buy online from
www.kathaprokash.com

or contact
+8801324254631, +8801324254633
(bkash Merchant number)

Inbox /*kathaprokash*

উৎসর্গ

ভ্রমণপিপাসু কথাশিল্পী মাহফুজুর রহমান

হঠাৎই এই প্রস্তাব সিফফাত-ই শারমিনের। ও বলল একটা চমৎকার ক্রুজ আছে। সিয়াটল থেকে শুরু হবে যাত্রা। প্রায় আট দিনের। প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে ঘুরে বেড়াবেন। নৌভ্রমণটি মূলত আলাস্কাকে ঘিরে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নৌভ্রমণের এই অভূতপূর্ব আনন্দঘন আয়োজনে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি শুরু থেকেই উত্তেজনাকর। সিফফাত জানাল শুধু কি আলাস্কা, এই ক্রুজে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার দ্বীপ ভিক্টোরিয়াও যাওয়া হবে। আর ক্রুজ শুরুর আগে এক বিকেল ও রাত পাবো সিয়াটল দেখার জন্য। প্রস্তাবটি খুবই লোভনীয় মনে হলো। সম্মত হলাম, কোনো কিছু অতিরিক্ত না জেনেই। জানারও প্রয়োজন নেই। আমরা এর আগে আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরেছি। আয়োজনটি কেমন হবে সেটা সিফফাতের জানা আছে। রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন শুরু হয়ে গেল। এই ভ্রমণে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রয়েছে। তা হচ্ছেঃ

১. আমরা যেহেতু আমেরিকার নিউজার্সি থাকছি, সেখান থেকে লোকাল ফ্লাইটে সিয়াটল যাওয়া, কারণ জাহাজ সিয়াটল থেকে যাত্রা করবে;

২. সিয়াটলে হোটেলে থাকতে হবে একরাত অন্তত, একই সঙ্গে সিয়াটলের আকর্ষণীয় জায়গাগুলোও ঘুরে দেখতে হবে;

৩. ক্রুজে মানে জাহাজে প্রবেশ;

৪. রাতের সিডিউল তৈরি করা;

৫. যেখানে যেখানে জাহাজ নোঙর করবে সেখানে স্থলভ্রমণের আয়োজনে আলাদা ট্রিপ কনফার্ম করা;

৬. ফেরার সময় রিটার্ন ফ্লাইটটি সুবিধামতো কনফার্ম করা, যাতে জাহাজ থেকেই সরাসরি সিয়াটল এয়ারপোর্টে পৌঁছে চেক-ইন করা যাবে এবং সহজে ফিরে আসা যাবে নিউজার্সি।

আলাস্কা নিয়ে অল্প কথা

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাষ্ট্র আলাস্কা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এই রাষ্ট্র অন্যান্য সাধারণ লোকালয়ের, প্রকৃতির কিংবা পরিবেশের মতো নয়। তাই এখানে মানুষের বসতি একেবারেই কম। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে প্রচুর। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এখন এই রাষ্ট্র অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবাক করা ব্যাপার, এই ভূখণ্ডটির মালিকানা ছিল রাশিয়ার। মাত্র ৭২ লাখ ডলারে রাশিয়া আলাস্কাকে (বলা যায় একটি দেশকে) বিক্রি করে দেয় আমেরিকার কাছে। ১৯৫৯ সালের ৩ জানুয়ারি আলাস্কা আমেরিকার ৪৯তম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২০২১ সালের শুরুতেও আলাস্কায় জ্বালানি তেলের রিজার্ভ ছিল আড়াই বিলিয়ন ব্যারেল। যেটি আমেরিকার মধ্যে চতুর্থ। দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকার প্রথম ৫টি তেল উৎপাদনকারী অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আলাস্কা অন্তর্ভুক্ত। এখন দৈনিক সাড়ে চার লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয় আলাস্কায়। ধারণা করা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের কী মূল্যবান একটি সম্পদ রাশিয়া তুলে দিলো আমেরিকার কাছে! অথচ এই আলাস্কা কেনার পর আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার সমালোচিত হয়েছিল আমেরিকানদের কাছে।

বিক্রয়কালে রাশিয়ার কাছে তখন বৈরী দেশছিল ব্রিটেন। আলাস্কা বিক্রয়ের কৌশলটি ছিল, এটি আমেরিকার কাছে গেলে ব্রিটেন আর শক্তি দেখাতে পারবে না এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এদিকে আলাস্কা রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূর। এটি দেখভাল করা রাশিয়ার জন্য ছিল একটি কঠিন কাজ। সুতরাং রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিল

এটি আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেবে, যদি আমেরিকা রাজি হয়। আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার তখন সম্পর্ক ভালো। তখন রাশিয়ার প্রায় ৪০০ অধিবাসী ছিল আলাস্কায়। এটি ১৮০০ সালের কথা। ১৮৫৬ সালে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয় রাশিয়া। ফলে রাশিয়া আরও ভীত হয়ে ওঠে। এভাবে যুদ্ধ করে টিকে থাকা কঠিন। ব্রিটেন চাইলে যে-কোনো সময় রাশিয়াকে হটিয়ে আলাস্কা নিয়ে নিতে পারে। তাই এটি বিক্রয় করে অর্থ সম্পদ হাতে নেওয়াই ভালো। তখন মাত্র ৭২ লাখ ডলারে রাশিয়া আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয় তাদের ভূখণ্ড আলাস্কা। সবাই মনে করল অকারণেই আমেরিকা এই অঞ্চলটি ক্রয় করে নিজের বোঝা বাড়াল। অথচ এখন বোঝা তো নয়ই, আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিশাল উৎস।

১৯৮৮ সালের হিসাবে আলাস্কায় দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হতো। এখনো অনেক জায়গায় তেল অনুসন্ধান বাকি আছে। জিংক উৎপাদনে আলাস্কা সবার ওপরে। আবার অন্যতম স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে আলাস্কা। আমেরিকার ৫০% সামুদ্রিক খাদ্য আসে আলাস্কা থেকে। অথচ তখন কেনার জন্য খুব আগ্রহ ছিল না আমেরিকার নাগরিকসহ অনেকেরই। ১৮৮৪ সালে আমেরিকায় প্রথম সরকার গঠন করা হয়। আলাস্কা ক্রয়-বিক্রয়ের যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটিও তেমন আলোচিত হয়নি। ধীরে ধীরে আলাস্কা হয়ে ওঠে, পর্যটনের এক বিশাল সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসেবে, এটি দাঁড়িয়ে যায় স্বতন্ত্র গুরুত্ব নিয়ে। সামুদ্রিক মাছের অসীম আধার এটি। এই রাষ্ট্রটিই ঘুরে দেখা হবে নৌভ্রমণের মধ্য দিয়ে। যেখানে মানুষের বসতি একেবারেই সীমিত। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে একজন বাস করে বলে জরিপের তথ্য। এ রকম একটি রাষ্ট্র দেখার সুযোগ সহজ নয়। তাই আমরা সিরিয়াস এবং শুরু হলো সকল প্রস্তুতি। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আরিফা হোসেন, দুই ভাগনি সিফফাত ও সোহানী, সিফফাতের দুই মেয়ে নামিরাহ ও অরোরা। আমরা ছয় জনের ক্রুজ আইটিনারি তৈরি শুরু হয়ে গেল সিফফাতের হাতে।

এখানে বলা দরকার, এখন অনলাইনের যুগ। যত প্রস্তুতি ল্যাপটপে বসে। আর সিফফাত তাতে রীতিমতো একজন বিশেষজ্ঞ। ইন্টারনেট সার্চ করে খুঁজে বের করল, এই ক্রুজে আমাদের গন্তব্যগুলো কী কী, কোথায় কতটুকু সময় যাবে, স্থলভ্রমণের উপায়গুলো কী হবে, কোন কোন রিজারভেশন এখনই দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সিয়াটলের বাড়তি দৃশ্য অবলোকনের অংশটুকুও কেমন হবে আর কী হবে কার্যক্রম।

সিয়াটল ভ্রমণে মজার দিক

প্রস্তুতি শেষ। আমি ও আমার স্ত্রী কানাডা থেকে এলাম নিউজার্সিতে। কানাডার ওয়াটার লুতে বড়ো বোনের মেয়ে তন্নির বাসায় কাটালাম ২০ দিনেরও বেশি সময়। তারপর হাতে সময় নিয়ে এলাম নিউজার্সি। নির্ধারিত দিন ১৮ মে ২০২৪ তারিখে আমরা পৌঁছলাম সিয়াটল। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৪তম স্টেট ওয়াশিংটনের রাজধানী। সিয়াটল শহরের চারদিকে জল, পর্বত ও অবিরাম সবুজের আবহ। হাজার একর পার্কল্যান্ড দিয়েছে অবারিত সৌন্দর্য। এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করছে। সিয়াটল বৃহৎ শিল্প কারখানার পাদপীঠ। মাইক্রোসফট আর আমাজনের প্রধান দপ্তর এখানেই। প্রথম স্টারবাকস-এর বাড়ি হিসেবে পরিচিত এই শহর। প্রকৃতি প্রেমিকদের একটি প্রিয় জায়গা সিয়াটল, যা বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন আলোচনায়। আছে আইকনিক নিদর্শন স্পেস নিডল। বৃষ্টির জন্যও খ্যাতি রয়েছে সিয়াটলের। অনেকেই বলেছেন সিয়াটলে বসবাসের ব্যয় একটু বেশি। এক সমীক্ষা অনুসারে সিয়াটল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে নিরাপদ শহরগুলোর মধ্যে একটি। সিয়াটল কানাডার ভ্যাংকুভারের কাছে। কলাম্বিয়া কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে অবস্থিত। সিয়াটল থেকে ভ্যাংকুভারের মধ্যে চমৎকার রেল যোগাযোগ রয়েছে। সিয়াটলের প্রধান শিল্পখাতের মধ্যে রয়েছে, বিমান চলাচল, কৃষি, ব্যবসা সেবা এবং নৌ। আমার এবারই প্রথম সিয়াটল শহরে আগমন। একটু অন্যরকম মনে

হলো বিমান থেকে নেমেই। বৃষ্টির কথা বলেছিলাম আগেই। আমরা এয়ারপোর্ট বেরুলেই দেখি বৃষ্টি ঝরছে দারুণভাবে। আকাশ চারপাশে কালো মেঘে পরিপূর্ণ। মনে হয় নিচে নেমে এসেছে। একটা বড়ো ট্যাক্সি নিলাম এবং হিলটন হোটেলে উঠেই বেশি সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম দৃশ্য অবলোকনে। এরই মধ্যে বৃষ্টি অনেকটাই থেমে গেছে। আমার স্ত্রী ও অন্য সদস্যরাও হোটেল রুমে বসে থাকতে রাজি নয়। সিফফাতের সিডিউলে যা যা আছে তা আগে শুনলাম। এদিকে সোহানি আসবে কানাডার টরন্টো থেকে। সন্ধ্যার ফ্লাইটে। তার আগেই আমরা সিয়াটলের আকর্ষণ দেখার কাজটি সেরে ফেলতে চাই।

সিয়াটলের আরেক নাম পান্না শহর। দৃষ্টিনন্দন চিরহরিৎ রূপ আমাদের দৃষ্টি কাড়ে সহজেই। এই শহরকে কফি অনুরাগীদের শহরও বলা হয়। সিয়াটল শহরে ২ হাজার কফি শপ আছে। কেউ বলে বৃষ্টির শহর। কথায় কথায় বৃষ্টি হয় এখানে, যা আগেই বলেছি। আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন হোটেলে যাচ্ছি, গাড়ির ভেতর থেকে দেখলাম বাইরে বৃষ্টির ধারা বইছে। ভাবলাম আজ আর বাইরে বেরিয়ে ঘোরা যাবে না। কিন্তু হোটেলে চেক-ইন করতে না করতেই বৃষ্টি থেমে যায় পুরোপুরি। বাইরে যখন ঘুরে দেখছি, তখন অবশ্য ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি আবার খরা। চেক ইনের পরেই নেমে পড়লাম সবাই।

সিয়াটলে একরাত থাকব। সন্ধ্যার আগেই ঘুরে আসতে হবে সবকিছু—এখানের আকর্ষণ। সিয়াটলের ডাউনটাউনই-বা কম কীসে। পাইন সড়কজুড়ে বিশাল জায়গায় বিস্তৃত কৃষিভিত্তিক বাজার। এটি পাবলিক মার্কেট। নানা রকমের সামুদ্রিক মাছসহ কৃষিপণ্যের সমাগম। মানুষ আর ক্রেতায় একাকার। এটি সিয়াটলের অন্যতম আকর্ষণ। আর পাইক প্লেস মার্কেট থেকে স্মিথ টাওয়ার পর্যন্ত দর্শনীয় বস্তুতে সমৃদ্ধ।

পাইক প্লেস মার্কেট

এটি একটি পাবলিক মার্কেট সেন্টার। সাইনবোর্ডে বলা আছে ফার্মার্স মার্কেট। মূলত একটি বিশালাকারের শপিং কমপ্লেক্স। সুস্বাদু সামুদ্রিক

সিয়াটলের আকাশ

খাবারের ছড়াছড়ি। মানুষের আগমন, গমন, ঘোরাফেরা, ভোজনে ঝাঁপিয়ে পড়া যেন আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আমরাও মিস করলাম না। র-ফিশ খেলাম। আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী নামিরা ও অরোরা—দুই শিশু পাগলের মতো পছন্দ করল এখানকার খাবার। আর আমার স্ত্রী তো স্পর্শই করল না। কাঁচা মাছ তার পছন্দ নয়।

গাম ওয়াল

পাইক প্লেস মার্কেটের আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলেই হাতের বাঁদিকে পথ ধরে চললে চোখে পড়বে একটি প্রাচীর। প্রচীর ঢেকে গেছে কোনো একটি জিনিসে। যার মধ্যে রং-বেরঙের মেশানো আবরণ। আসলে চুইংগাম দিয়ে এটি আবৃত। চুইংগাম একটির পর একটি লেগে কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে ঢেকে দিয়েছে পুরো দেওয়াল। এখন পুরোটা দেওয়ালই দেখতে

একটি বিশাল চুইংগাম। লম্বায় প্রায় ৫০ ফুট দেওয়াল এই চুইংগামে ঢাকা। এ নিয়ে আছে এক মজার ঘটনা। ১৯৯০ সালে অসাবধানতাবশত গাম ছুড়ে ফেলেছেন এক পথিক। তার দেখাদেখি অন্যরাও চুইংগাম ছুড়ে ফেললেন। তারপর যেই এসেছে সেই প্রভাবিত হয়েছে চুইংগাম ছুড়ে দিতে। এখন পুরো দেওয়ালটাই গামের ভেতর হারিয়ে গেছে। হয়ে উঠেছে পর্যটকদের আকর্ষণ। যার নাম হচ্ছে গামওয়াল। আর কোনো পর্যটক এটি দেখতে মিস করে না।

স্পেস নিডল

১৯৬২ সালের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এর নিদর্শন স্বরূপ আইকনিক ল্যান্ডমার্ক এই স্পেস নিডল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে প্রধান ল্যান্ডমার্কগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পর্যটক সিয়াটলে এলেই স্পেস নিডল দেখা যাবে এবং পর্যটকের ছবি তুলবে। সম্প্রতি এটিকে আধুনিকায়ন ও গ্লসি করা হয়েছে। স্থাপত্যগত দিক থেকে এটি আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। দর্শকরা ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ অনুভব করতে পারে। দেখতে পারে কাচের মধ্য দিয়ে ৫২০ ফুট নিচে। এই নিডলে থেকে সিয়াটল শহরের দৃষ্টিনন্দন রাত অবলোকন করা যায়। নিডলের নিচে বসে নানা উৎসব আয়োজন হয় এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত নিডল খোলা থাকে। নিডলের সর্বোচ্চ স্থান অবজারভেশন ডেক থেকে সিয়াটলের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য প্রদর্শন করে। সেখান থেকে পূর্ব দিকে তাকালে তুষারাবৃত ক্যাসকেড পর্বতমালা এবং পশ্চিমে মহিমান্বিত অলিম্পিক পর্বতশ্রেণি দেখা যায় যা রীতিমতো উত্তেজনাকর।

সিয়াটল সেন্টার মনোরেল

মনোরেল সংযোগ করছে স্পেস নিডলের বাড়ি সিয়াটল সেন্টার থেকে ডাউনটাউন ওয়েস্ট লিক পর্যন্ত প্রায় এক মাইলের মধ্যে অন্য আকর্ষণগুলো দেখার আনন্দ। ঐতিহাসিক এই ল্যান্ডমার্কটি ঘণ্টায় ৪৫

সিয়াটল মনোরেল

মাইল গতিতে পৌঁছতে পারে গন্তব্যে আর দেখে যাওয়া যায় পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আকাশ ছোঁয়া ভবনগুলো।

স্মিথ টাওয়ার

এটি জীবন্ত ইতিহাসের ধারক। ৩৮তলা এই ৪৮৪ ফুট স্থাপত্য এই রত্ন সিয়াটলের অতীতের একটি আভাস দেয়। ৩৫তলায় অবজারভেটরি এবং স্পিক-সি-স্টাইল বার দর্শকদের স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে যায়। তারা দেখতে পায় প্রতিশ্রুতিশীল শহরের দৃশ্য এবং পুরানো বিশ্বের আকর্ষণ।

স্মিথ টাওয়ার

স্টারবাক

বিশ্বের প্রথম স্টারবাক এই সিয়াটলে। অলিম্পিক ভাস্কর্য পার্ক, পপ সংস্কৃতির জাদুঘর, ফেমন্ট ট্রল (সিয়াটলের অন্যতম আইকন), চিহুলি গার্ডেন, লেক ইউনিয়ন, উডল্যান্ড পার্ক, বেল টুনু এইসব সিয়াটলের আকর্ষণ।

আরও যেসব আকর্ষণ আছে তা হচ্ছে, পপ কালচার মিউজিয়াম, ন্যাশনাল নরডিক মিউজিয়াম, চিহুলি গার্ডেন অ্যান্ড গ্লাস, সিয়াটল আর্ট মিউজিয়াম, সিয়াটল অ্যাকুরিয়াম, সিয়াটল গ্রেট হুইল, প্যাসিফিক সায়েন্স সেন্টার, মনোরেলে ভ্রমণ—সব মিলিয়ে এক সন্ধ্যায় আমরা দেখে নিলাম সিয়াটলের সৌন্দর্য—যতটুকু পেরেছি।

আমরা এসেছি আলাস্কা নৌভ্রমণে। ২০২৪ সালের মে মাসের ১৯ তারিখ একটি উবারে পৌঁছে গেলাম বন্দরে। আমাদের জাহাজ নরওয়েজিয়ান ক্রুজ লাইনের নরওয়েজিয়ান অ্যাংকর জাহাজ। পিয়ার ৬৭-এ এসে আমরা চেক-ইন করলাম। জাহাজ তো নয় এ যেন এক আলাদা রাজ্য। জলের উপর ভাসমান এই রাজ্যে শুধুই আনন্দের এবং উৎসবের ঘনঘটা। পৃথিবীর অনেক দেশের নাগরিক আজ এই জাহাজের সহযাত্রী। এই জাহাজে আছে এক বিশাল ও দক্ষ প্রশাসন। সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা—যা শুনেছি আগে থেকেই। আমরা একটু আগেভাগেই এসেছি, যাতে ভিড়ের মধ্যে পড়তে না হয়। নির্ধারিক পিয়ারের কাছে আসতেই জাহাজের স্টাফ আমাদের গাইড করলেন এবং আমাদের ব্যাগেজ ট্রিরিতে নিয়ে নিলেন। ব্যাগেজ টোকেন দিলেন আমাদের হাতে। আমরা অনলাইনে যে টিকিট কেটেছিলাম তাতেই আমাদের রুম নম্বর নির্ধারণ করা ছিল। সুতরাং আমাদের ব্যাগেজও সে অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাগেজ আমরা রুমে গেলেই পাবো।

চেক-ইনের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি হয়ে গেল। বেশ কজন তরুণ-তরুণী চেক-ইন কাউন্টারে দায়িত্ব পালন করছিল। ওরাও বিভিন্ন দেশের নাগরিক।